নারী

আজকের আধুনিক নারী সহিষ্ণু ও সচেতন, পরিশ্রমী ও প্রকাশময়ী। সঙ্কটকে সে অতিক্রম করার প্রয়াসী। বিবিধ সম্পর্কের প্রতি সে আন্তরিক; ঘরে-বাইরে স্বাচ্ছন্দ্য। নারী প্রসঙ্গে এ নিয়মিত আয়োজনে থাকছে তারই কিছু সঙ্কেত ও সুঘ্রাণ...

মেয়েদের বিয়ের বয়স

● **মারুফ রায়হান**

মেয়েদের বিয়ের বয়স কে ঠিক করে দেবেন?
আমার কন্যার বিয়ের বয়স কি আমি নির্ধারণ করব? নাকি আমার মেয়ে করবে? নাকি রাষ্ট্র? এ লেখা যেসব মেয়ে পড়ছেন, কিংবা মেয়ের মা-বাবা, তাদের অনেকে হয়তো ভাবছেন বিয়ে তো একতরফা বিষয় নয়, এখানে আছে দুটি পক্ষ– ছেলে এবং মেয়ে। মানে বর ও কনে। তাহলে ঘটা করে মেয়ের বিয়ের বয়স নিয়ে আলাপ কেন! বিশেষ করে আমরা যখন সভ্যতা ও আধুনিকতার অগ্রসরতার কথা বলছি। এখন সভ্য ও আধুনিক মানুষ কি আর বলেন, ছেলেরা বিয়ে করে আর মেয়েদের বিয়ে হয়? তারপরও আমাদের সমাজে ছেলের জন্য কনে খোঁজার সময় অল্পবয়সী পাত্রীর সন্ধান করা হয়। তা পাত্র যত 'বুড়ো'-ই হোক না কেন। আর 'আইবুড়ো' শব্দের ব্যবহারও নারীর বেলায়ই বেশি ব্যবহৃত হতে দেখি। তাই মেয়েদের বিয়ের বয়স সমাজে একটা ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। ওদিকে ছেলেরাও যে অল্প বয়সে বিয়ে করছে সেটা প্রায় অনুচ্চারিত থেকে যায়। একইভাবে উহ্য থাকে বিয়ে দেয়ার সময় বর ও কনের বয়সের ব্যবধানও। বিয়ের পর দাম্পত্য জীবন তো একা মেয়ে শুরু করে না। পুরুষেরও দাম্পত্য শুরু হয়। সেক্ষেত্রে উভয়ের বয়সের ব্যবধানও একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, তা সমাজ বুঝেও বোঝে না। এখানেও সমাজজীবনে পুরুষের আধিপত্য বা প্রভাবই প্রকট হয়ে ওঠে।

মেয়েদের বিয়ের বয়স নিয়ে আলোচনা করতে গেলে এই পুরুষদের বড়াইয়ের সমাজে অনেক প্রসঙ্গ সামনে চলে আসে। সেগুলোকে উপেক্ষা করলে আমরা সত্য আর আলোর দিকে যেতে পারব না। আমাদের এক পরিচিত বাবার কন্যা মাত্র ষোলোয় পা দিয়েছে। পাশ্চাত্যে এই বয়স-পদার্পণকে আবার মিষ্টি করে 'সুইট সিক্সটিন' বলা হয়। জন্মদিনের এই পার্টিটাও হয় বেশ ঘটা করে। ষোল কেন মেয়েদের ক্ষেত্রে মধুময়! আসলে বয়সের এই সন্ধিকালকে দেখা হয় মেয়েদের কিশোরী পর্যায় অতিক্রম করে নারীত্বের দিকে যাত্রা বা তার জীবনের বাঁকবদল হিসেবে। তার মানে শৈশবকাল পেরিয়ে প্রাপ্তবয়সের দিকে এগিয়ে চলার মাহেন্দ্রক্ষণই সুইট সিক্সটিন। তবে লক্ষণীয় হলো মেয়েটি ষোলোয় নারীত্বের দিকে যাত্রা শুরু করে কেবল, নারী হয়ে ওঠে না। বাংলায়ও 'ষোড়শী' অভিধা নিয়ে মধুক্ষরা সব বচন রয়েছে। কিন্তু এই বয়সে তার বিয়ের চিন্তা করবে কোন বেরসিক!

পত্র-পত্রিকায় মেয়েদের আইনসিদ্ধ ন্যূনতম বিয়ের বয়স ষোলো হতে চলেছে আঠারোর জায়গায়– এমন সংবাদ/সংবাদভাষ্য পড়ে আমাদের ওই বন্ধু খানিকটা হতবাক হয়ে পড়েন। তিনি কষ্ট করে কল্পনাও করতে পারেন না তার ওই সদ্য স্কুল-পেরোনো মেয়ের বিয়ের কথা। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-উচ্চ মধ্যবিত্তদের বেলায় এ এক অসম্ভব অত্যাশ্চর্য বিষয়ই বটে। যে অভিভাবকদের কন্যারা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ছেন তারা কন্যাকে বিয়ের পিঁড়িতে তখনই বসানোর কথা ভাবেন যখন তার উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পথে কিংবা সমাপ্ত হয়েছে। সেই বয়স যদি এই সেশনজটের কালে হিসাব করি তাহলে শিক্ষিত তরুণীর বিয়ের বয়স পঁচিশের কাছাকাছি বলেই মানতে হয়। আর যারা কন্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েই বিয়ের জন্য পাত্র খোঁজার প্রস্তুতি নেন তাদের বেলায়ও বিয়ের বয়স কুড়ি পেরিয়ে যায়। এ যুগে অর্বাচীনরাই শুধু বলে 'কুড়িতেই বুড়ি'।

দুজন মায়ের কথা বলি। মুশফিকা করিম একটি ব্যাংকে চাকরি করছেন। মেয়ে কলেজে পড়ছে। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তিনি বললেন, আগামী দু-তিন বছর ওর বিয়ের কথা ভাবছি না। পরে দেখা যাবে। মেয়ে বড় হলে বিয়ের প্রস্তাব তো আসেই। ভালো পাত্র পেলে বিয়ে দিয়ে ফেলাটাই তো ভালো। বললাম, যদি মেয়ের লেখাপড়া শেষ না হয়? উত্তরে বললেন, পাত্রপক্ষকে শর্ত দিয়ে দেব যাতে ওকে পড়ায়। মুশফিকার মনোভাব বুঝতে আমাদের দেরি হয় না। সাবধানী শিক্ষিত মায়েরা এভাবেই ভাবেন। কিন্তু তারা কখনই নিশ্চিত হতে পারেন না যে বিয়ের পরও তাদের মেয়েদের লেখাপড়া অব্যাহত থাকবে। অনিচ্ছাকৃতভাবেও সদিচ্ছা মুখ থুবড়ে পড়তে পারে। মেয়েদের বিয়ের পর তার জীবনসঙ্গীর জীবনধারার ওপর অনেক কিছুই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। স্বামীর কর্মস্থল বদল হয়ে গেলে, তাকে ভিন্ন কোনো এলাকায় চলে যেতে হলে স্ত্রীর লেখাপড়ার বিষয়টি অনেক সময়েই গৌণ হয়ে উঠতে পারে। আর সংসারে সন্তান এলে তো কথাই নেই।

আসা যাক পুরোদস্তুর গৃহিণী মলি রহমানের কথায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগেই তার বিয়ে হয়ে যায়। মেয়ে দেখতে-শুনতে একটু বেশি ভালো হলে মা-বাবা আগেভাগে বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চান। মলির ক্ষেত্রে তেমনটাই ঘটেছে। মলির কন্যাও সুদর্শনা। এজন্য মেয়েকে বিয়ে দেয়ার তাড়া বোধ করেন না তিনি। বরং মেয়ের উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার আগে কোনোক্রমেই বিয়ে দিতে সম্মত নন। মলির বিষয়টি না হয় একটু পৃথক। নিজের স্বপ্ন নিহত হওয়ায় কন্যার ভেতর দিয়ে স্বপ্নপূরণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে পারেন তিনি। তবে সমাজের সচেতন শিক্ষিত শ্রেণির ভেতর কন্যাসন্তানের শিক্ষা গ্রহণের ওপর পক্ষপাত বাড়ছে। পড়ালেখা শেষ করে মেয়ে উপার্জনের কোনো একটা সম্মানজনক পথ বেছে নেবে এমনটাই প্রত্যাশা বহু শিক্ষিত দম্পতির। এদিক দিয়ে বিচার করলে শিক্ষিত সমাজ হয়তো কিছুটা এগিয়েছে। বিয়ে নামক প্রথাকেই মেয়ের মুখ্য ভবিষ্যৎ বলে মেনে নিচ্ছেন না। মেয়েকে 'পাত্রস্থ' করলেই তার আগামী সুরক্ষিত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়ে গেল– এমন ভাবনায় পরিবর্তন আসছে।

এবার আসা যাক সরাসরি মেয়েদের কথাতেই। এ প্রজন্মের বেশ কজন তরুণীর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি তাদের সবাই আজকের মেয়ের বিয়ের বয়স ধরে নিয়েছেন একুশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। বলাবাহুল্য, এসব মেয়ের অনেকেরই নানি-দাদির শৈশব কেটেছে গ্রামে। চৌদ্দ থেকে ষোলোর মধ্যেই তারা শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন,

এ তথ্য আমরা জানলাম। কিন্তু নিজেদের কন্যার বেলায় তারা অবশ্য আপন বিয়ের বয়সটিকে আদর্শ মনে করেননি। কুড়ি-বাইশের আগে নিজের মেয়েদের বিয়ে দেননি। এই বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটো সত্য দেখতে পাব। এক. বেশ অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কুফল তারা বিবেচনায় নিয়েছেন। দুই. যুগের হাওয়াকে অস্বীকার করেননি। একইভাবে কুড়ি-বাইশে যেসব মেয়ে বিয়ে করেছেন এবং যাদের কন্যারা এগিয়ে চলেছেন বিয়ের বয়সের দিকে, তারাও এক ধাপ সামনে বাড়ছেন। নিজের যে বয়সে বিয়ে হয়েছিল, সে বয়সে বা তার নিচে মেয়েদের বিয়ে দেয়ার কোনো পরিকল্পনাই তাদের নেই। এ তো গেল শিক্ষিত নগরবাসীর কথা। গ্রামের অবস্থা কী?

স্বীকার করে নিতেই হবে নগরেরই মতো গ্রামে মোটাদাগে রয়েছে বিভাজন– অবস্থাসম্পন্ন ও দরিদ্র পরিবার। মেয়েদের বিয়ের বয়সের ক্ষেত্রেও তাই রয়েছে দুটি ভাগ। দুই শ্রেণির পরিবারের মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে বয়সের ব্যবধান বিরাট। একদিকে রয়েছে ১৪ থেকে ১৬, এমনকি ১৪-এর নিচেও; অপরদিকে কমপক্ষে ১৮। বাংলাদেশের আইন কী বলছে? বলছে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ের ন্যূনতম বয়স ১৮ বছর। মেয়েদের বিয়ের বয়স হিসেবে আঠারোকে একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরে নেয়া হয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ পৃথিবীর বহু দেশে। যেমন ইংল্যান্ডে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮, আমেরিকায় ১৮, ফ্রান্স-জার্মানি-ইতালি-স্পেনেও ১৮। এমনকি সার্কভুক্ত দেশ ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কায় ওই আঠারোই। লক্ষণীয় চীন-জাপানে মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বয়স ২০, মালয়েশিয়ায় আবার একুশ। বিশ্বকাপ ফুটবলের সময় যে দুটি দেশকে নিয়ে এখানে তুমুল তর্ক হয় সেই ব্রাজিল-আর্জেন্টিনায়ও মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বয়স আঠারো। অথচ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে ষোল।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যৌথভাবে বছরব্যাপী একটি প্রচারাভিযান বাস্তবায়ন করে। এ অভিযানের নাম ছিল '১৮ বছরের আগে বধূ নয়'। উল্লেখ করার মতো তথ্য হলো বাংলাদেশে প্রতি তিনজন বিবাহিত কন্যাসন্তানের দুইজনেরই বয়স ১৮ বছরের নিচে।

বাংলাদেশের সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের জন্য বিয়ের আইনি বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ আর ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ বছর। সুতরাং, ১৮ ও ২১ বছর বয়সের নিচে কোনো মেয়ে ও ছেলেশিশুর মধ্যে বিয়ে হলে তা বাল্যবিবাহ হিসেবে পরিগণিত হবে। দেশে মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বয়স ১৮ হলেও বিপুলসংখ্যক মেয়ের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আঠারো বছর বয়সের নিচে। পরিসংখ্যান বলছে, ১৮ বছরের নিচে কন্যাসন্তানের বেশি বিয়ে হয়, এমন ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। এটা কি সম্মানজনক?

১৫ সেপ্টেম্বর মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৬ করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার বিষয়ে আলোচনা হয়। তখন থেকেই গণমাধ্যমে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে। নানা মহল থেকে সমালোচিত হওয়ার পর অবশেষে সরকার মেয়েদের বিয়ের বয়স আঠারোতেই রাখছে বলে জানা গেছে। একই সঙ্গে বাল্যবিবাহ অপরাধের দ্রুত বিচার সম্পন্ন এবং ভ্রাম্যমাণ আদালতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দুটোই আপাত সুখবর এবং সাধুবাদযোগ্য। একদিকে বাল্যবিবাহের হার কমিয়ে আনার অঙ্গীকার ব্যক্ত এবং অপরদিকে বিয়ের বয়স কমিয়ে আনার চিন্তা অবশ্যই পরস্পর স্ববিরোধিতা। এখন বিয়ের বয়স নিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের স্থিতাবস্থা বজায় থাকলে জরুরি পদক্ষেপ হবে ঘরে-বাইরে মেয়েদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শিক্ষালয়ে তার যাতায়াত নির্বিঘ্ন রাখা। পুরুষতান্ত্রিকতার আছর থেকে তাকে মুক্ত রাখা। দেশের অর্ধেক অংশ নারীসমাজকে বোঝার বদলে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করার মানসিকতা গড়ে উঠলে এবং পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটলেই আর মেয়েদের বিয়ের বয়স নিয়ে কারো মাথাব্যথা থাকবে না। প্রাপ্তবয়স্ক নারী ঠিক করতে পারবেন কখন তিনি দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করবেন। মনে রাখা চাই, শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুতি এবং ম্যাচুরিটি বিয়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ■

বাল্যবিবাহ কোনো পৃথক সমস্যা নয়

মোশাহিদা সুলতানা ঋতু
শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের দেশের শহরে বা গ্রামে আইনবহির্ভূত বাল্যবিবাহ যে হারে হচ্ছে, তাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই আইনের আসলে কোনো কার্যকারিতা নেই। এবং এটাও সত্য যে, নানান আর্থিক সঙ্কট ও কিশোরী সন্তানের নিরাপত্তাহীনতার কারণে পিতা-মাতা বাধ্য হচ্ছেন ঘরের মেয়েটিকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই বিয়ে দিতে। যদিও তারা ভালো করেই জানেন মেয়েটি তাদের এখনো মানসিক বা শারীরিকভাবে বেড়ে ওঠেনি। তাহলে যারা ভাবছেন বাল্যবিবাহ নিয়ে সচেতনতা বাড়ালে বাবা-মায়েরা বুঝতে পারবেন শারীরিক বা মানসিক বিকাশ না হওয়ার কারণে মেয়েদের ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেয়া উচিত নয়, তারা ভুল ভাবছেন। কারণ বাবা-মায়েরা এসব জানার পরও এই সমাজে নিরাপত্তাহীনতার কারণে বাধ্য হচ্ছেন এ ধরনের অবৈধ বিয়ে দিতে। তাহলে এর সমাধান কি বিয়ের বয়স কমিয়ে ফেলা? অবশ্যই নয়। এর সমাধান হচ্ছে মেয়েদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণ, অ্যাসিড নিক্ষেপ– এসব অপরাধে সাজা প্রদানে যতদিন কঠোর না হবে এই সমাজ, ততদিন বিয়ের বয়স ১৬ করা হোক, ১৮ করা হোক আর ২৬ করা হোক তাতে নারীদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন তো হবেই না; বরং বাল্যবিবাহের প্রবণতা দিন দিন আরো বেড়ে যাবে।

বাল্যবিবাহের অনেক অপকারিতা আছে তা সর্বজনবোধ্য। এ নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরও তো নারীরা একই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সেগুলোও তো সমস্যাই। সেসব সমস্যার সমাধান না করে শুধু বাল্যবিবাহ রোধ করতে হঠাৎ সরকার উঠে-পড়ে লেগে গেল কেন? শুধু বিশ্বের দুয়ারে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল পূরণের সাফল্য প্রদর্শন করতে, তাও আবার বাল্যবিবাহের হার না কমিয়ে, শুধু পরিসংখান দেখিয়ে? শেষ পর্যন্ত সরকার বিয়ের বয়স ১৮ থেকে কমিয়ে ১৬ করেনি তবে বাল্যবিবাহ রোধে কিছু কঠোর পদক্ষেপের কথা বলেছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, যারা মিথ্যা তথ্য দিয়ে বয়সের সার্টিফিকেট বের করবে এবং যারা এতে সাহায্য করবে, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা। আমি মনে করি না এতে বাল্যবিবাহ রোধ করা যাবে। যে দেশে বড় বড় অপরাধ, যেমন– ধর্ষণ, খুন, যৌন হয়রানি, অ্যাসিড নিক্ষেপের মতো অপরাধের সঠিক বিচার হয় না সেদেশে এসব ছোট অপরাধের বিচার হবে– এই আশ্বাস দিয়ে যদি কেউ বাল্যবিবাহ রোধ করতে চায় তা হবে খুবই হাস্যকর।

আমি মনে করি, বাল্যবিবাহ কোনো পৃথক সমস্যা নয়। একে দেখতে হবে সামগ্রিকভাবে অন্য সব সামাজিক সমস্যার অংশ হিসেবে। দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা, মিডিয়ার দ্বারা নারীকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন, পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট সামাজিক ব্যাধি, নারী পাচার, মাদক ব্যবসা, শহরকেন্দ্রিক উন্নয়ন, ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, বিচারহীনতা– এ সবকিছুই দায়ী বাল্যবিবাহের জন্য। এসব সমস্যাকে জিইয়ে রেখে শুধু বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব নয়। বরং এসব সমস্যার উপস্থিতিতে বাল্যবিবাহই একমাত্র আপাত সমাধান ভুক্তভোগীদের কাছে।